SYNOPSIS OF THE PROPOSED THESIS

ক্ষুদিরাম দাসের জীবন ও নির্বাচিত সাহিত্য-সমালোচনা

KHUDIRAM DASER JIBON O NIRBACHITO SAHITYA-SAMALOCHANA

Supervision
Dr. Jayati Bhattacharya
Assistant Professor
H.O.D Dept. of Bengali
Ranchi Women's College
Ranchi, Jharkhand

Researcher
Surajit Mandal
M.A., JRF (Bengali)
Roll No : WB91200312

University Dept. Of Bengali
Ranchi University
Ranchi, Jharkhand

ক্ষুদিরাম দাসের জীবন ও নির্বাচিত সাহিত্য-সমালোচনা

বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের ইতিহাসে অধ্যাপক ক্ষুদিরাম দাস এক কিংবদন্তি ব্যক্তিত্ব। সমগ্র বাংলা সমালোচনামূলক প্রবন্ধের ধারায় তিনি সংযোজন করেছেন মূল্যবান চিন্তা ও চেতনার প্রবাহ। দীপ্ত করে তুলেছেন তাঁর অস্তিত্বের গৌরব। তিনি সাধারণ জীবন যাপন করেছেন, বাঁকুড়া জেলার বেলিয়াতোড় গ্রামে ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে, ৯-ই অক্টোবর জন্মগ্রহণ করেন, পিতা সতীশচন্দ্র, মাতা কামিনী বালা। ২০০২ সালে ২৮ এপ্রিল প্রয়াত হন।

ক্ষুদিরাম দাস সমগ্র জীবন জুড়ে সমালোচনা সাহিত্য নিয়ে চর্চা করে গেছেন এবং বিভিন্ন পুরস্কারে পুরস্কৃত হয়েছেন। সমালোচনা সাহিত্য ছাড়াও অসংখ্য কবিতা রচনা করেছেন। বাংলা কাব্য সাহিত্যে সেই সব কবিতার গুরুত্ব অপরিসীম।এর আগে 'প্রসঙ্গ ক্ষুদিরাম দাস' গ্রন্থটিতে ক্ষুদিরাম দাসকে নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা রয়েছে। যা নিতান্ত আলোচনাই বলা যায় গবেষণা নয়। ক্ষুদিরাম দাসকে নিয়ে পূর্ণাঙ্গ গবেষণার অবসর অবশ্যই রয়েছে।এই উদ্দেশ্য পূর্ণ করার জন্য আমি এই গবেষণাটি করতে প্রস্তুত হয়েছি।

গবেষণা প্রশ্ন (Research Questions):

গবেষণা কর্মের বিষয় "ক্ষুদিরাম দাসের জীবন ও নির্বাচিত সাহিত্য - সমালোচনা"। উক্ত বিষয়টিকে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে এগিয়ে নিয়ে যাব। ক্ষুদিরাম দাসের ব্যক্তিজীবন নিয়ে আলোচনা করব। তিনি সমালোচনা সাহিত্যে খ্যাতি অর্জন করেছেন। লক্ষ্য করেছি তিনি বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সাবলীলভাবে লিখে গেছেন।তার লেখার মধ্যে বৈচিত্র লক্ষ্য করা যায়।তিনি রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য নিয়ে সমালোচনা লিখেছেন, মধ্যযুগের সাহিত্য নিয়ে সমালোচনা গ্রন্থ রচনা করেছেন, সেইভাবে ভাষা বিষয়েও লিখেছেন। এছাড়াও তিনি আর যেসব বিষয় নিয়ে সমালোচনা গ্রন্থ রচনা করেছেন সেই বিষয়গুলো নিয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করব। ক্ষুদিরাম দাস সমালোচনা সাহিত্য রচনার বহুপূর্ব থেকে কবিতা রচনা শুরু করেছিলেন। তাঁর কিশোর বয়স থেকে সমগ্র জীবনব্যাপি যে সমস্ত কবিতা রচনা করেছেন সেই কবিতা নিয়েও আলোচনা করব।

প্রস্তাবিত গবেষণা পদ্ধতি (Research Methodology)

বর্তমান গবেষণার জন্য প্রথমে ব্যাখ্যামূলক(Explanatory Research),তারপর বর্ণনামূলক(Descriptive Research) এবং শেষে গিয়ে পুনরায় সার্বিক ব্যাখ্যামূলক(All round Explanatory Research)পদ্ধতি গ্রহণ করা হবে।

প্রস্তাবিত গবেষণা কর্মটিকে নিম্নলিখিতভাবে বিন্যস্ত করা হবে-

ভূমিকা

প্রথম অধ্যায়: ক্ষুদিরাম দাসের ব্যক্তি ও সাহিত্য জীবন

দ্বিতীয় অধ্যায়: রবীন্দ্র বিষয়ক সমালোচনা

তৃতীয় অধ্যায়: মধ্যযুগীয় সমালোচনা

চতুর্থ অধ্যায়: ভাষা বিষয়ক আলোচনা

পঞ্চম অধ্যায়: অন্যান্য সমালোচনা গ্রন্থ

ষষ্ঠ অধ্যায়: কবিতা আলোচনা

উপসংহার

ভূমিকা

ক্ষুদিরাম দাস একজন প্রজ্ঞাবানব্যক্তি। সমালোচনা সাহিত্যে তিনি অসামান্য অবদান রেখে গেছেন তাঁর রচনার মধ্যে নূতনত্ব ও মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সাবলীলভাবে রচনা করে গেছেন। তাঁর সাহিত্যজীবন ও ব্যক্তিজীবনের মধ্যে এক অসাধারণ সামঞ্জস্য বর্তমান রয়েছে। তিনি যেমন রবীন্দ্র বিষয়ে সমালোচনায় কৃতিত্ব দেখিয়েছেন সেই রূপ ভাষা, মধ্যযুগ এবং অন্যান্য বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সুন্দরভাবে লিখে গেছেন। ক্ষুদিরাম দাসের সমালোচনা গ্রন্থ নিয়ে দু একজন প্রাবন্ধিক আলোচনা করলেও ক্ষুদিরাম দাসকে নিয়ে আজ পর্যন্ত পূর্ণাঙ্গ গবেষণা হয়নি। গবেষণায় ক্ষুদিরাম দাসের সামগ্রিক কর্মের পরিচয় তুলে ধরার প্রয়াস করবো।

প্রথম অধ্যায়

ক্ষুদিরাম দাসের ব্যক্তি ও সাহিত্যজীবন

এই অধ্যায়ে আলোচনা করব ক্ষুদিরাম দাসের ব্যক্তিজীবন এবং সমালোচনা সাহিত্যে কীভাবে তিনি প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

রবীন্দ্র বিষয়ক সমালোচনা

ক্ষুদিরাম দাস রবীন্দ্রনাথ বিষয়ক যে সব সমালোচনা গ্রন্থ রচনা করেছেন সেই বিষয় নিয়ে আলোচনা করব। এই অধ্যায়টিকে কয়েকটি উপঅধ্যায়ে বিভক্ত করা হবে।

ক. রবীন্দ্রপ্রতিভার পরিচয়

ক্ষুদিরাম দাসের দীর্ঘকালীন রবীন্দ্রচর্চার যাত্রাপথে সূচনা গ্রন্থ ‘রবীন্দ্র প্রতিভার পরিচয়’। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিভার অপ্রকাশের কাল থেকে প্রতিভার পরিণতি নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা

করেছেন।রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একটার পর একটা সিঁড়ি অতিক্রম করে প্রতিভার পরিণতিতে পৌঁছে যাচ্ছেন। সেই বিষয়ে এই অধ্যায়ে আলোচনা করা হবে।

খ. চিত্রগীতময়ী রবীন্দ্রবাণী

ক্ষুদিরাম দাস কবিতা ধরে ধরে নির্মাণ কৌশল বিশ্লেষণ করেছেন । তিনি তত্ত্ব প্রধান কবিতাগুলি বাদ দিয়েছেন।

গ. রবীন্দ্র কল্পনায় বিজ্ঞানের অধিকার

উক্ত গ্রন্থটিতে ক্ষুদিরাম দাস দেখিয়েছেন রবীন্দ্র কবিতায় বিজ্ঞান কতখানি প্রদর্শিত হয়েছে, সেই বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হবে।

ঘ. সমাজ প্রগতি রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনে ও রচনায় কতখানি সমাজমনস্ক এ গ্রন্থে তারই পরিচয় পাওয়া যায়। সেই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করব।

ঙ. চোদ্দশ সাল ও চলমান রবি

রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কিত চব্বিশটি প্রবন্ধের সংকলন। সেই বিষয়ে আলোচনা করা হবে।

চ. রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞানবরণ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শুধু কল্পনালোকে বাস করেননি তিনি জীবন ও যাপনে বিজ্ঞানকে স্বাগতম জানিয়েছেন।

তৃতীয় অধ্যায়

মধ্যযুগের গ্রন্থের সমালোচনা

এই অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় মধ্যযুগের সাহিত্য বিষয়ক সমালোচনা গ্রন্থগুলির।

ক. কবিকঙ্কণ চণ্ডী

বহু পুঁথির সাহায্যে আদর্শ যুক্তিনিষ্ঠ বিশুদ্ধ পাঠ প্রস্তুত করেন ক্ষুদিরাম দাস। তাঁর অভিনব দৃষ্টিভঙ্গির নানান দিক আলোচিত হবে।

খ. বৈষ্ণব-রস-প্রকাশ

গ. বাঙলা সাহিত্যের আদ্য মধ্য

ক্ষুদিরাম দাসের বাঙলা সাহিত্যের আদ্য মধ্য গ্রন্থটি পাঠ করলে বুঝতে পারি এই বইখানি যেন সময়ের দলিল। তিনি বাঙালি জাতির ইতিহাস বাংলাদেশের ইতিহাস খুব সুন্দরভাবে পাঠকের কাছে তুলে ধরেছেন। সূচিপত্রের পূর্বে তিনি জানিয়েছেন যে এই বই এমনভাবে রচনা করা হয়েছে ছাত্র-ছাত্রীর সাথে শিক্ষক-শিক্ষিকা মহাশয়/ মহাশয়েরা, যেন কাজে লাগাতে পারেন। সেই বিষয়ে আলোচনা করবো।

ঘ. শ্রীচৈতন্য ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম

চতুর্থ অধ্যায়

ভাষা বিষয়ক আলোচনা

ক্ষুদিরাম দাস অন্যান্য বিভাগের মতো ভাষা বিষয়ক গ্রন্থে অপরিসীম দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। সেই বিষয়গুলো নিয়ে এই অধ্যায়ে আলোচনা করব।

ক. সাঁওতালি বাংলা সমশব্দ অভিধান

সাঁওতালি ভাষার সঙ্গে বাংলাভাষার তুলনামূলক পর্যালোচনা করেছেন। তিনি প্রমাণ করেছেন বাংলা ভাষার সঙ্গে সাঁওতালি ভাষার একটা যোগ রয়েছে। আলোচনা করে দেখাব সেই যোগ কতখানি প্রকাশমান।

খ. বানান বানানোর বন্দরে

'বানান বানানোর বন্দরে' বইটি ভাষা বিষয়ে উৎকৃষ্ট রচনা। তিনি লেখকদের জন্য অনেকগুলো শর্ত দিয়েছেন যেসব কারণে বানান পরিবর্তন করা যেতে পারে। মৌখিক ভাষাকে লিখিত ভাষার রূপ দিলে সমস্যা তৈরি হয়। বানানের নীতি মেনে চলতে বলেছেন কিন্তু তা সত্ত্বেও সম্ভাব্য বিকল্প রাখার কথা বলেছেন কারণ বাংলা জীবন্ত চলন্ত ভাষা।

পঞ্চম অধ্যায়

অন্যান্য সমালোচনা গ্রন্থ

এই অধ্যায়ে ড.ক্ষুদিরাম দাসের বাকি সমালোচনা গ্রন্থগুলো নিয়ে আলোচনা করব। এই অধ্যায়কে কয়েকটি উপঅধ্যায়ে ভাগ করবো।—

ক. বাঙলা কাব্যের রূপ ও রীতি

খ. দেশ কাল সাহিত্য

গ. বাছাই প্রবন্ধ

ঘ. সমাজ ভাবনা

ঙ. বঙ্কিম-প্রসঙ্গ

চ. শিক্ষা-ভাবনা

ষষ্ঠ অধ্যায় -

কবিতা আলোচনা

উক্ত অধ্যায়ে ড.ক্ষুদিরাম দাসের লেখা সমস্ত কবিতা নিয়ে আলোচনা করব।

উপসংহার

সমগ্র গবেষণা কর্মটি করার পর প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম,ষষ্ঠ অধ্যায়গুলির নিরিখে গবেষণা সংক্রান্ত অভিজ্ঞতা এবং সিদ্ধান্তই উপসংহার।

গ্রন্থ ও পত্রিকাপঞ্জি

আকর গ্রন্থ :

১. ক্ষুদিরাম দাস (সম্পাদনা), কবিকঙ্কণ চণ্ডী প্রথম খণ্ড, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭৩, চতুর্থ সংস্করণ : অগ্রহায়ণ ১৪২১, নভেম্বর ২০১৪ ।

২. ক্ষুদিরাম দাস, চিত্রগীতময়ী রবীন্দ্র-বাণী, গ্রন্থনিলয়, ৪৮/১ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৯, ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ ।

৩. ক্ষুদিরাম দাস, চোদ্দ-শ’ সাল ও চলমান রবি, মল্লিক ব্রাদার্স, ৫৫, কলেজ স্ট্রিট কলিকাতা-৭৩ ।

৪. ক্ষুদিরাম দাস, দেশ কাল সাহিত্য।

৫. ক্ষুদিরাম দাস, বাংলা কাব্যের রূপ ও রীতি, ওরিএণ্ট বুক কোম্পানি, সি ২৯-৩১ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা ৭০০ ০০৭, দ্বিতীয় সংস্করণ : ১৩৬৭ । ১৯৬০।

৬. ক্ষুদিরাম দাস, বাংলা সাহিত্যের আদ্য মধ্য।

৭. ক্ষুদিরাম দাস,সাঁওতালি বাংলা সমশব্দ অভিধান, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা একাদেমি, ১৯৯৮।

৮. ক্ষুদিরাম দাস, বানান বানানোর বন্দরে, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৯৩।

৯. ক্ষুদিরাম দাস, বৈষ্ণব-রস-প্রকাশ, উবুদশ, ২৯/৩ শ্রীগোপাল মল্লিক লেন্, কোলকাতা- ৭০০ ০১২, প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর ২০০০।

১০. ক্ষুদিরাম দাস, রবীন্দ্র কল্পনায় বিজ্ঞানের অধিকার, সিগনেট প্রেস, প্রথম সিগনেট সংস্করণ এপ্রিল ২০১৮ ।

১১. ক্ষুদিরাম দাস, রবীন্দ্র-প্রতিভার পরিচয়, পুথিঘর, ২২ কর্নওয়ালিস্ স্ট্রীট, কলিকাতা-৬, প্রথম প্রকাশ– আশ্বিন ১৩৬০।

১২. ক্ষুদিরাম দাস, সমাজ প্রগতি রবীন্দ্রনাথ, করুণা প্রকাশনী, কলিকাতা, ১৯৯০।

সহায়ক গ্রন্থ

১. অতুলচন্দ্র গুপ্ত , কাব্যজিজ্ঞাসা, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, ১৩৬২ ।

২. অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, বাংলা সমালোচনার ইতিহাস, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০২ ।

৩. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সমালোচনার কথা, সুপ্রকাশ, ১৯৫৯ ।

৪. আদিত্য ওহদেদার, রবীন্দ্রসাহিত্য সমালোচনার ধারা, এভারেস্ট বুক হাউস, কলকাতা, ১৩৬৬।

৫. চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, রবি-রশ্মি (১ম খণ্ড), এ, মুখার্জী এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ, ২, কলেজ স্কোয়ার কলিকাতা-১২, ষষ্ঠ সংস্করণ (পুনর্মুদ্রণ) ১৩৭৩ ।

৬. জয়ন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, সমালোচনার রূপরেখা বঙ্কিমপর্ব, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ১৯৮৬।

৭. বিনয় ঘোষ, নতুন সাহিত্য ও সমালোচনা, নতুন সাহিত্য ভবন, কলকাতা, ১৯৪০।

৮. বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য, সাহিত্য মীমাংসা, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা, ১৩৫৫।

৯.মোহিতলাল মজুমদার, আধুনিক বাংলা সাহিত্য, জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স লিমিটেড, কলিকাতা, ১৩৪৩।

১০. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রফুল্লচন্দ্র পাল (সম্পাদনা), সমালোচনা সাহিত্য, এ. মুখার্জি অ্যান্ড কোম্পানি প্রাঃ লিঃ, কলিকাতা, ১৩৭৩।

১১. সত্যেন্দ্রনাথ রায়, সাহিত্য সমালোচনায় বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, ২০০৩।

১২. সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (চতুর্থ খণ্ড), আনন্দ, অষ্টম মুদ্রণ আগস্ট ২০১৪।

১৩. সুদীপ বসু, বাংলা সাহিত্যে সমালোচনার ধারা, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ, ২০১০।

১৪. সুব্রত চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রকাব্য সমালোচনার রূপ ও রীতি, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ২০০৩।

সহায়ক পত্র-পত্রিকা

১. ড.শ্রাবণী পাল, ক্ষুদিরাম দাস: রবীন্দ্রচর্চায় নিরলস গবেষক,এবং মুশায়েরা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক ত্রৈমাসিক পত্রিকা, সম্পাদক : সুবল সামন্ত, এবং মুশায়ের, ৩৮/এ/১, নবীনচন্দ্র দাস রোড, কলকাতা, ৭০০৯০০, একবিংশতি বর্ষ ২য় ও ৩য় সংখ্যা, জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১৪, অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৪।